যুগান্তর

তারিখ 30 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

স্কুলে বাড়তি নেয়া একটি টাকাও ফেরত পাননি অভিভাবকরা

মুশতাক আহমদ

জানুয়ারিতে দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তিতে যে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয় তা ফেরত বা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে শিক্ষকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং না করার সিদ্ধান্তও দিয়েছিল তারা। কিন্তু নির্দেশনা জারির প্রায় ৫ মাস পরও তা বাস্তবায়ন করেনি কেউ, বরং সমন্বয় হবে এই অপেক্ষায় মাসিক বেতন পরিশোধ না করা শিক্ষার্থীদের রীতিমতো জরিমানা করা হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পুনঃভর্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নইলে তাদের ভর্তি বাতিলের আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী অভিভাবকদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশনার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তারা হেনস্তা হচ্ছেন। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজের এক ছাত্রের অভিভাবক মুজিবুর রহমান জানান, তার দু'বাচ্চাকে পুনঃভর্তির জন্য স্কুল থেকে বলা হয়েছে। বাড়তি নেয়া অর্থ ফেরত তো দূরের কথা, ৫ মাসের বেতনের পাশাপাশি জনপ্রতি ১১শ' টাকা পুনঃভর্তির চার্জ দেয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'সরকারি নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্টো রোষানলে পড়ি। বলা হয়, মন্ত্রণালয়ের কথা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে বলেন।'

অভিভাবকরা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

অভিভাবকরা : ফেরত পানান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের আরেক অভিভাবক জানান, ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত থাকলেও আইডিয়াল স্কুলে সেটা মানা হচ্ছে না। শিক্ষাবর্ষ শুরুর ৫ মাস হতে চললেও টাকা ফেরত কিংবা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়নি, বরং ওই নির্দেশনা জারি ও [illegible] প্রায় আড়াই মাস পর তারা ১ হাজার ৫৫০ জন শিক্ষার্থী অবৈধভাবে ভর্তি করেছে। এদের মধ্যে কারও কাছ থেকে ৩৪ হাজার ৭শ' আর কারও কাছ থেকে ১৩ হাজার ৭শ' টাকা নেয়া হয়েছে। ওই অভিভাবক আরও বলেন, প্রশ্ন উঠেছে, সরকার বড় না আইডিয়াল স্কুল বড়। আর কেন বা কিসের জোরে তারা সরকারকে এভাবে 'থোরাই কেয়ার' করার সাহস পাচ্ছে। তার মতে, মন্ত্রণালয়ের উচিত যারা সিদ্ধান্ত মানছে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। এতে তার মনে হয়, গণমাধ্যম প্রতারণা আর অভিভাবকদের ক্ষোভ চাপা দিতেই মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ফাঁকা বুলি আওড়ানো হয়েছিল। বিষয়টিকে প্রতারণার শামিল বলেও মনে করেন আরেক অভিভাবক।

শুধু মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি বা আইডিয়াল স্কুল নয়, ভর্তির সময় অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ ওঠা মিরপুরের মনিপুর স্কুল ও কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, অগ্রণী স্কুল ও কলেজ, সাউথ পয়েন্ট স্কুল ও কলেজ, শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, মিরপুর বাংলা হাইস্কুল, মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা হাইস্কুল, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মিরপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ কোনো কলেজই টাকা ফেরত বা সমন্বয় করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেনের কাছে জানতে চাইলে বাড়তি নেয়া অর্থ ফেরত না দেয়ার কথা স্বীকার করেন। এমনকি পুনঃভর্তির ফি আরোপের কথাও স্বীকার করে বলেন, মন্ত্রণালয় ফেরত বা সমন্বয়ের যে নির্দেশ দিয়েছে, সে চিঠি তারা পাননি। 'গণমাধ্যমে তো সরকারি নির্দেশনা মন্ত্রীর বক্তব্য আকারে প্রকাশিত হয়েছে'—এমনি প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'চিঠি না পেলে কিভাবে তা বাস্তবায়ন করব। তাছাড়া আমরা সরকারি এমপিও নিই না। চিঠি পেলে মিটিংয়ে বসব। ফেরত দিতে হলে তা এবছর নয়, আগামী বছর।' আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'প্রাথমিক স্তরে ২৭ হাজার ৫শ', মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১৪ হাজার আর নবম-দশম শ্রেণীতে ৯ হাজার টাকা নেয়া হয়। এটা নতুন নয়, গত ৪-৫ বছর ধরেই নিচ্ছি।'

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে এবার ইংরেজি সংস্করণে বেতন ছাড়া ১৩ হাজার ৩শ' ও বাংলা মাধ্যমে ১১ হাজার ৬শ' টাকা করে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম যুগান্তরকে বলেন, তারা এখনও কোন অর্থ ফেরত দেননি। না দেয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। কোনও সিদ্ধান্ত তারা এখনও পাননি। তারা এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীন আছেন বলে জানান।

জানা গেছে, এভাবে মনিপুর স্কুল ও কলেজে এবার সরকারি তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বেতন ছাড়াই নতুন ভর্তিতে অনুদানসহ ২৪ হাজার ৮০০ টাকা নেয়ার তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া অপরিচিত আরেক ব্যাংক হিসেবেও ভর্তির জন্য অর্থ নেয়া হয়। আর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে প্রথম ভর্তিতে নেয়া হয় ২ লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা, মেধা কোটায় ৩১ হাজার ৯০০ টাকা। আর মতিঝিলে বাংলা মাধ্যমে ১৭ হাজার ৯০০ ও ইংরেজি সংস্করণে ১১ হাজার ৯০০ (বেতন ছাড়া) টাকা। এভাবে অভিযুক্ত অন্য স্কুলগুলোও একইভাবে বাড়তি টাকা নিয়েছে, যা সরকারের তদন্তে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা এখনও নেয়নি। আর এ কারণে মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির হুমকি-ধামকির উদ্দেশ্য নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিভাবকরা জানান।

কোচিং প্রসঙ্গ : এদিকে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়া কোচিং বাণিজ্য নিয়েও ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, কোচিং বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীকক্ষের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। ক্লাসরুম চলে গেছে শিক্ষকের বাসায়। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের পড়া ফাঁকি দিয়ে বাসা ভাড়া কিংবা নিজ বাসায় বড় বড় ব্যাচে একসঙ্গে শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন। অনেকে চালাকি করে বাণিজ্যিক কোচিংয়েও শিক্ষার্থী ভেড়াচ্ছেন। কোচিংয়ের কারণে ভিকারুননিসা ও আইডিয়ালে ছাত্রীদের ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এসব কারণে এ নিয়ে অভিভাবক ঐক্য ফোরাম আদালতে রিট মামলা দায়ের করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত কোচিং বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা কেন কোচিং বন্ধে পরিপত্র জারি করা হবে না, তা জানতে রুল জারি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিয়ে নড়েচড়ে বসে। নীতিমালা করার উদ্যোগ নেয়। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এএস মাহমুদের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করে দেয়া হয়। কমিটি তাদের সুপারিশে বলেছে, কোন শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় বা অন্য কোথাও কোচিং করাতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। ওই কমিটি প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিছিয়ে পড়া বা দুর্বল শিক্ষার্থী বাছাই করে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে। তারা এক ঘণ্টার ক্লাসের জন্য চলমান ১৭৫ টাকার সম্মানীর বিষয়টি পুনর্নির্ধারণ করতে বলে। কিন্তু সেই সুপারিশও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না, বরং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগের মতোই শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কোচিংয়ে বেশি ব্যস্ত থাকছেন।

অভিভাবকদের ক্ষোভ : টাকা ফেরত বা সমন্বয় না করায় অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েকজন অভিভাবক বলেন, সন্তানের ক্ষতির আশংকা থেকেই তারা অভিযোগ পর্যন্ত করতে চান না। কিন্তু সরকার তো স্কুলগুলোতে খোঁজ নিলেও সত্য বের করতে পারে।

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক ঐক্য ফোরাম চেয়ারম্যান জিয়াউল কবির দুলু জানান, কোন স্কুল একটি টাকাও ফেরত বা সমন্বয় করেনি, কোচিংও বন্ধ হয়নি, বরং চাইতে গিয়ে অনেক অভিভাবক স্কুলে নাজেহাল হয়েছেন। তিনি বলেন, রাজধানীর স্কুলগুলোর তৎপরতা বিশেষ করে আইডিয়ালের লাগামহীন কর্মকাণ্ডে মনে হচ্ছে, ওই স্কুলের কাছে মন্ত্রণালয় জিম্মি। নতুবা মন্ত্রণালয়ের কেউ অবৈধ ভর্তির আয় থেকে লাভবান হচ্ছেন। নইলে কেন ব্যবস্থা নেয়া হবে না। এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, মন্ত্রণালয় স্বেচ্ছায়ই ফলোআপ করতে পারে। কেননা, জনঅধিকার প্রতিষ্ঠার কর্তব্য তাদের রয়েছে। সেই এখতিয়ার রয়েছে তাদের।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : এ ব্যাপারে বাড়তি ফি সংক্রান্ত জাতীয় মনিটরিং কমিটির আহ্বায়ক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ বলেন, এমপিওভুক্ত বা নন-এমপিও যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক, পরিপত্র জারির পর নেয়া বাড়তি অর্থ ফেরত দিতে হবে। তিনি বলেন, তালিকা প্রণয়ন ও পরিপত্র জারির পর বিষয়টি ফলোআপ করা হয়নি। কোন অভিযোগও তারা পাননি যে, অর্থ কেউ ফেরত দেয়নি। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদ বলেন, অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়া হচ্ছে না বলে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের দু'জন অভিভাবক তাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। তারা তা দেখভাল করার জন্য মাউশি মহাপরিচালকের নেতৃত্বাধীন তদারক কমিটির কাছে দিয়েছে তদন্তের জন্য। কেউ অভিযোগ না করলে ব্যবস্থা নিতে কিছু সমস্যা হয়। তিনি আরও বলেন, কোচিংয়ের বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। সেটি শিগগিরই চূড়ান্ত করা হবে।